দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUN 16 1999
পৃঃ ৭ কলাম ৬

বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে জিজ্ঞাসা

বর্তমানে কোচিং-এর যে স্বর্ণযুগ চলছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানে কোচিং-এর নামে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি— কলাবাগানকেন্দ্রিক একটি কোচিং সেন্টারের মালিক নিজেকে বোর্ডের প্রধান পরীক্ষকদের একজন হিসেবে এবং স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় দেন। ওখানে এসএসসি পরীক্ষার ভর্তি ফি বাবদ প্রথমে ৫ হাজার টাকা জমা দিতে হয়। তিনি বিষয়ভিত্তিক খুব সংক্ষিপ্ত সাজেশন দিয়ে থাকেন যা রীতিমত বিস্ময়কর! যেমন— গণিত বিষয় থেকে বীজগণিত অংশের কিছু প্রশ্নমালা হতে ২ থেকে ৫/৬টি অংক দাগিয়ে দেন, জ্যামিতি অংশের সম্পাদ্য থেকে সেটভিত্তিক একটি সম্পাদ্য এবং অনুশীলনী থেকে একটি সম্পাদ্য উপপাদ্য অংশ থেকে ২/৩টি দাগিয়ে দিয়ে থাকেন। ইংরেজী ১ম পত্র থেকে ২টি অনুচ্ছেদ এবং ২য় পত্র থেকে ২টি রচনা দাগিয়ে একশত ভাগ কমন পড়ার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকেন। বিগত বছরগুলোতেও নাকি তার সাজেশন একশত ভাগ কমন পড়েছে। বোর্ডের কাছে প্রশ্ন, আপনাদের সাথে সংযোগ ব্যতীত কিভাবে এটা সম্ভব?

একজন বোর্ডের পরীক্ষকের এ ব্যবসা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার কোন প্রতিকার নেই। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের তদন্ত শেষে উপযুক্ত প্রতিকার আশা করছি।

—নোমান, মঈনুল আহসান, রাজীব,
এসএম হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়